45

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 12. AUG. 1997 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

পাঠ্য বইয়ের সংকট

বোর্ডের বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে নতুন করে সংকট দেখা দিয়েছে। নিয়ম হচ্ছে চলতি বছরের জুন মাসের মধ্যেই সামনের বছরের বই প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় দরপত্র আনুষ্ঠানিকতা প্রভৃতি প্রশাসনিক প্রস্তুতির কাজ শেষ করে ফেলা। কিন্তু এবার জুলাই গড়িয়ে আগস্ট মাস পড়লেও বোর্ডের পাঠ্য বই প্রকাশের ব্যাপারে কোনো কার্যকর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। এর ফলে আশংকা দেখা দিয়েছে যে, আগামী বছর শিক্ষাবর্ষ শুরু হবার সাথে সাথে বিদ্যার্থীরা বোর্ডের জরুরী পাঠ্য বইগুলো ঠিকমত পাবে কিনা। এ সম্পর্কে সম্প্রতি পত্রিকান্তরে যে সব খবর বের হচ্ছে, তাতে আরও উদ্বেগজনক সব তথ্যাদি পরিবেশিত হচ্ছে। একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, টেক্সটবুক বোর্ড ও মন্ত্রণালয় উভয়ের ধীরগতির কারণে নতুন সিলেবাস কার্যকর হওয়া নিয়েও দেখা দিয়েছে সংশয়। লেখক ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে হতাশা। কেননা, আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ১৯৯৮ সাল থেকে সিলেবাস পরিবর্তন করা হবে। নিয়ম করা হয়েছিল সিলেবাস অনুসারে প্রণীত বইগুলোকে পর্যালোচনার জন্য বোর্ডে জমা দিতে হবে। পর্যালোচনা শেষে বোর্ডের বিশেষজ্ঞগণ প্রতিটি বিষয়ের যে সব বই অনুমোদিত করবেন সেই বইগুলোই চলবে বাজারে। কিন্তু পত্রিকার রিপোর্টে বলা হচ্ছে, বিভিন্ন লেখকের জমা দেয়া বইগুলো এখনো বোর্ডের পর্যালোচক বা বিশেষজ্ঞবর্গের কাছে পর্যালোচনার জন্য পাঠানোই হয়নি। সেগুলো নাকি স্তূপাকারে পড়ে আছে বোর্ডের অফিসে। লেখকরা হতাশ হয়ে এদিক-ওদিক খোঁজ নিতে গিয়ে নাকি জানতে পেরেছেন যে, বইগুলোকে যে নতুন পাঠ্য নীতিমালার আওতায় অনুমোদন দেয়া হবে, মন্ত্রণালয় সেই নীতিমালাই এখনো অনুমোদন করেনি। অর্থাৎ সেই টোনাটুনি গল্পের পিঠা বানানো দূরে থাক পিঠা বানানোর উপকরণই এখনও যোগাড় করা যায়নি। পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে আগামী বছর বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বই বোর্ডের অনুমোদন পাবে নাকি বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত হবে অর্থাৎ অনুমতির স্ট্যাটাস কি হবে তা নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত অপর একটি খবরে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষার বইয়ের ক্ষেত্রে এবার যথাসময়ে দরপত্র আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হলেও বোর্ড ও পাঠ্য বই বাঁধাই সমিতির সাথে বই বাঁধাই নিয়ে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। গত বছরগুলোয় অধিকাংশ বই এ সমিতির সদস্যরাই বাঁধাই করে। কিন্তু এবার টেন্ডারে বাঁধাই মালিক সমিতির এই সুযোগের কথা উল্লেখ না থাকায় তারা আন্দোলনের পথ বেছে নেন। পরে কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের ভিত্তিতে আন্দোলনের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেয়া হলেও বই ছাপা ও বাজারজাতকরণে নিয়োজিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ৫৯টি বইয়ের ক্ষেত্রেও দরপত্র সম্পর্কিত বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

আসলে পাঠ্য পুস্তক নিয়ে যে মারাত্মক অব্যবস্থা চলছে বই ছাপা, বাঁধাই ও বিপণন ঠিকা নিয়ে বা দরপত্র আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতি তার একটি অংশ মাত্র। এই সমস্যার একদিকে আছে রাজনীতি, অন্যদিকে অর্থনীতি, মধ্যখানে আছে প্রশাসনিক নীতি। দুর্নীতির কথা উল্লেখ না করলেও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, গোটা শিক্ষা জগতে বিরাজমান অচলাবস্থারই একটি খন্ডচিত্র হচ্ছে পাঠ্য বইয়ের এই অচলাবস্থা। মাত্র এক মাসের মধ্যে টেক্সটবুক বোর্ডের মত স্পর্শকাতর ও বিশেষায়িত সংস্থা থেকে যে হারে নিয়োগ-বদলী ও প্রশাসনিক হেরফের যেমন ব্যাপক পদোন্নতি প্রভৃতি ঘটানো হয়েছে তাতে কোথাও চলেছে অসন্তোষ কোথাও চলছে আনন্দের অপরিমিত উচ্ছ্বাস। ফলে গোটা বোর্ডের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে অস্থিরতা।

আমরা আশা করবো, বোর্ড পুনর্গঠিত করার দিকে এত জরুরীভাবে আত্মনিয়োগ না করে প্রকাশনা, শিক্ষাবর্ষ ও সিলেবাসের মধ্যে সঙ্গতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেই কর্তৃপক্ষ বেশী আন্তরিকতা দেখাবেন এবং বছরের বাকী মাত্র তিন মাসের মধ্যেই সিলেবাস নীতিমালা এবং বইয়ের প্রকাশনা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে সন্তোষজনক অগ্রগতি নিশ্চিত করবেন। এই তিনটি মাস সমন্বিতভাবে ও দ্রুত গতিতে কাজ করতে না পারলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক কোনো স্তরেই বিদ্যার্থীদের হাতে পাঠ্য বই তুলে দেয়া সম্ভব হবে না, তা সে অনুমোদিতই হোক চাই কি সুপারিশকৃতই হোক।